০৪-০৭-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এই সমগ্র দুনিয়াকে শান্তি দেওয়া এক বাবারই কাজ, তাই মানুষ এই বলে ডাকে, হে শান্তি দাতা, তাই এই শান্তি দেওয়ার পুরস্কার বাবাই পাবেন । "

প্রশ্ন :- কোন্ কোন্ বাচ্চারা বাবাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করতে পারে ?

উত্তর :- যারা বাবার মতো সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে, তারাই বাবাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারবে । ২ - যারা সম্পূর্ণ বাবার প্রেমিক হয়েছে তারাও বাবাকে অনুসরণ করতে পারবে । এমন প্রেমী সন্তানদেরই বাবা সঙ্গে করে নিয়ে যান তাই শাস্ত্রে দেখানো হয় যে .....গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে যায় । কিন্তু এখানে তো গরু বা তার লেজের তো কোনো কথাই নেই ।

গীত :- তুমিই প্রেমের সাগর .....

ওম্ শান্তি । বাপদাদা তো দুজনেই আছে । এখন তো বাচ্চারা জেনেই গেছে যে আত্মাদের বাবা হলেন শিববাবা । তোমরা জানো যে তোমাদের শিববাবা হলেন পতিতপাবন এবং তিনি নিরাকারও । তোমরাও বাবারই মতন নিরাকার এবং শান্ত স্বরূপ । আত্মার স্বধর্মই হলো শান্তি । আর তোমাদের নিবাসস্থান হলো শান্তিধাম । যখন মানুষ যজ্ঞ রচনা করে তখন পরমাত্মা শিববাবাকেই শান্তিদেব বলে ডাকে কারণ বাবাই হলেন শান্তির সাগর । এই সারা দুনিয়াকে শান্তি একমাত্র বাবাই দেন । এমন অনেকেই আছেন যারা এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন । কেউ যদি কখনো এই পুরস্কার পান তখন দুনিয়া বলে ইনি শান্তির দূত , শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত হয়েছেন । এর মধ্যে অনেক বড় বড় মানুষের নাম আসে । এখন তো সারা দুনিয়ায় শান্তির খুব প্রয়োজন । নাহলে অশান্তিতে থাকা মানুষ অন্য মানুষদেরও অশান্ত করে তুলবে । এ হলো রাবণের রাজ্য । রাবণকে শত্রু বলা হয়, রামকে কখনোই শত্রু বলা হয় না । রামের কুশপুত্তলিকা কখনোই দাহ করা হয় না । ত্রেতা যুগের রামকেও না আর পরমাত্মা রামকেও না । রামরাজ্য সবাই চায় কিন্তু রামরাজ্য কাকে বলা হয় তা কেউই জানে না । মানুষ কেবল বলে নতুন দুনিয়া হবে , আর সেখানে নতুন দিল্লীতে রামরাজ্য হবে । মানুষ নতুন দিল্লী বলে , এইভাবে তো নাম অনেকই রাখ যায় । দিল্লী হলো রাজধানী । দিল্লীই আগে পরিস্থান ছিলো । রাধা এবং কৃষ্ণকেও এখানেই দেখানো হয় । এরা দুজনেই প্রধানত রাজকুমার এবং রাজকুমারী । কিন্তু শুধু এরা দুজনই নয়, আরো অনেকেই থাকবে । ৮ জন রাজার কথা তো বলা হয়েছে , বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু চিন্তা করা দরকার । সত্যযুগে ১২৫০ বছরে তো অনেকেরই রাজত্ব থাকবে । তারপরেও দেখো কতো রাজা ছিলো, এইসব বৃদ্ধি হতে হতে অনেক বেড়ে গেছে । অনেক অনেক গ্রামের ছোটো এবং বড় অনেক রাজা বা মহারাজারও বৃদ্ধি হয়েছে । সত্যযুগে কিন্তু খুব অল্পই রাজা থাকবে । সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণের নামই থাকবে । 2500 বছর ধরে এদেরই রাজত্ব চলবে । মানুষ লাখ লাখ বছরের হিসাব বলে, কিন্তু এটা চিন্তা করে বিচার

করার বিষয় । এই চিন্তাই হলো আত্মার খোরাক । বাবা এই ঈশ্বরীয় ভোজন তোমাদের আত্মাদের বুদ্ধিতে দেয় । তখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে যায় । ঋষি মুনিরাও বলে যে তারা রচয়িতা আর তার রচনাকে ঠিকভাবে জানে না । এখন তোমরা বাচ্চারা কিন্তু এই কথা বলবে না । তোমরাতো রচয়িতা আর তার রচনার আদি , মধ্য এবং অন্ত সবই জানো । তোমরা তোমাদের ৮৪ জন্মের ইতিহাসও জেনে গেছো । আদিকালে তোমরাই ছিলে দেবী এবং দেবতা । আবার মধ্যে রাবণের প্রবেশ হলে তোমরা বিকারী হয়ে যাও । আর এখন হলো অন্ত বা শেষ সময় । তোমরা জানো এখন পুরোনো এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে আবার আদিকাল আসবে । আর এই আদিকালে হবে রামরাজ্য । আর মধ্য সময়ে রাবণ রাজ্য শুরু হয় । এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে আবার রামরাজ্য শুরু হবার সময় হয়েছে । তাই তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হতে হবে । এই হলো সত্যনারায়ণের কথা । তোমরা জানো যে শ্রীমত গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি । আর গীতার এই শ্রীমত পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠ জীবন ধারণ করার জন্য । শ্রী বলা হয় শ্রেষ্ঠকে । বাচ্চারা জানে এক গীতাকেই দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হয় । এই গীতা দিয়েই সঙ্গম যুগে দেবী দেবতা ধর্মের পুনঃস্থাপনা হয় । সত্যযুগে তো কোনো পতিত থাকে না যাকে পবিত্র বানানোর প্রয়োজন হয় । এখন বাবা তোমাদের বোঝান যে , গীতাকে পতিতপাবনী বলা যায় না । কারণ গীতার দ্বারা পবিত্র হওয়া যায় না । গীতার ভগবানকেই পতিতপাবন বলা হয় । এই কথা খূব ভালো করে বোঝো । গীতাই হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র । গীতার সময়ই মহাভারী মহাভারত লড়াই হয়েছিলো যার ফলে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে এক ধর্মের স্থাপনা হয়েছিলো । গীতাকে দেবী দেবতা ধর্মের শাস্ত্র বলা হয় , ব্রাহ্মণের শাস্ত্র বলা হয় না । ব্রাহ্মণদের নাম কিন্তু গীতাতে নেই । পরমপিতা পরমাত্মা এসেই ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার তোমাদের বলেন । এখন তোমরা তো জানো , সত্যযুগেতো ব্রাহ্মণরা থাকবেই না । সেখানে লক্ষ্মী নারায়ণ এবং আন্যান্য দেবতারা থাকবেন , ব্রহ্মার পরে বিষ্ণু আসবে। ছবিতেও ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা দেখানো হয় । তাহলে ব্রহ্মা আর বিষ্ণু তো একসাথে থাকবেই না । ব্রহ্মার দ্বারা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হবে । এ খুবই পরিষ্কার করে বোঝার বিষয়। এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবার থেকে স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছো । তোমারই তো এই সম্পত্তির অধিকারী । মুখ্য ধর্ম শাস্ত্র হলো চারটি , তারমধ্যে শ্রীমত ভাগবত গীতা হলো এক নম্বর যার সাহায্যে এক নম্বর ধর্মের স্থাপনা হয় । তারপরে আসে ইসলামী আর বৌদ্ধ ধর্ম । এক গীতাতেই শ্রীমত ভাগবত গীতা লেখা হয় আর অন্য কোনো শাস্ত্রে শ্রীমত লেখা হয় না । শ্রীমত ইসলামী বা শ্রীমত বৌদ্ধ বলা হয় না । শ্রীমত ভাগবত গীতা হলো একটাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ মতের শাস্ত্র । এর দ্বারা কোন্ ধর্মের স্থাপনা হয় । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় আর এই স্থাপনা হয় এই সঙ্গম যুগেই । এসবই বোঝার বিষয় । এখন বাবা তোমাদের শিক্ষকের রূপে পড়াচ্ছেন, এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাবা তোমাদের বাবা আবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষকও । বাবা আবার এই ঈশ্বরীয় পড়া শিখিয়ে তোমাদের সকলের সদ্গতিও করেন , তাহলে তিনি তোমাদের সদ্গুরুও হলেন । শিববাবাকে সবাই স্মরণ করেন । কিন্তু গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে । কিন্তু কৃষ্ণতো জ্ঞানের সাগর নন । তাঁকে জ্ঞানের সাগর শিববাবাই এমন বানিয়েছিলেন,

তাই শিববাবা হলেন শিক্ষকও । শাস্ত্রতে তোমরা অনেক কথাই পড়েছো , কিন্তু এখানে তোমরা নতুন কথা শুনছো । এখন তোমরা বাবার দ্বারা সরাসরি এই জ্ঞানের কথা শুনছো । আগে শাস্ত্রের সমস্ত কথাই তোমরা শরীরধারী মানুষের কাছে শুনতে । এখন তোমরা বুঝতে শিখেছো .....তোমরা আত্মারা আসলে অশরীরী । তোমরা শরীর ধারণ করে এই দুনিয়াতে এসেছো । শিববাবাও অশরীরী । সেইজন্য শিবলিঙ্গ নির্মাণ করা হয় । আত্মারা শরীরের দ্বারা সেই লিঙ্গের পূজা করে । তোমরা আবার বাবাকে ডাকো .....হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমি এসে আমাদের পতিত মানুষকে পবিত্র করো । তোমরা শিবলিঙ্গের পূজা করো কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারো না যে এই হলো তোমাদের পতিতপাবন বাবা, যাকে তোমরা বারবার ডাকো । শিববাবা ভগবান , তিনিই তোমাদের ঈশ্বর । এইভাবেই তোমরা তাঁকে স্মরণ করো । তোমরা যদি শিববাবাকে বাবা বলে ডাকো তাহলে তোমাদের বুদ্ধিতে থাকবে যে বাবার থেকেই তোমাদের বর্ষা বা সম্পত্তি পেতে হবে । তোমরা ভাববে যে তোমরা বর্ষা বা সম্পত্তি পেয়েছিলে তাই তোমরা শিববাবার পূজা করো । ভারতবাসীরা অবশ্যই এই বর্ষা পেয়েছিলো । কিন্তু কখন পেয়েছিলো সে কথা সব ভুলে গেছে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, তোমরা বাবার কাছে এসেছো । শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে তোমাদের বোঝান । ত্রিমূর্তির তো অনেক নাম আছে । ত্রিমূর্তি মার্গ নামও আছে । শিববাবার অনেক মহিমা আছে । গানেও তোমরা শুনেছো .....বাবা হলেন প্রেমের সাগর , তিনি সবার সদ্গতিদাতা । বাবাই সবাইকে সুখ এবং শান্তি দান করেন । তিনি সবার দুঃখ হর্তা এবং সুখ কর্তা । বাবা তোমাদের খুবই প্রিয় । শিববাবার থেকে প্রিয় আর কেউই হয় না । যেই বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন , তিনি তো অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রিয় হবেন । শিববাবা হলেন বেহদের বাবা । তিনিই বাচ্চাদের বলেন ....বাচ্চারা , তোমরা আমার থেকেই স্বর্গের বাদশাহী পাও । তোমরা আত্মারা সকলেই ভাই ভাই। এখন তোমরা সকলেই বাবার কাছে এই জ্ঞানের কথা শুনছো । সব আত্মারাই বাবাকে স্মরণ করে .....বাবা তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । এখন আত্মারা বলে .....যে বাবা এসেছেন আমাদের পবিত্র বানাতে । বাবা তোমাদের বলেন .....বাচ্চারা ৫০০০ বছর আগে আমিই এসেছিলাম তোমাদের পবিত্র বানাতে । এখন তোমরা যদি এই বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদের সব দুঃখও দূর হবে । তোমরা বাবাকে ডাকতে থাকো , হে পতিতপাবন এসো , হাততালি দিয়ে গান করেও তোমরা ডাকো .....পতিত পাবন সীতারাম .....তাহলে তোমরা নিজেরা তো পতিত হলে তাই না ? এই দুনিয়া হলো নরক , একে ভয়ানক নরকও বলা হয় । গরুর পুরাণে তো এমন অনেক মুখরোচক কথা লেখা আছে যে এই কাজ করলে ওই ফল পাওয়া যাবে .....আবার বলা আছে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হয়ে স্বর্গে চলে যাওয়া যায় । এমনই সব কথা লেখা আছে । কিন্তু জন্তুজানোয়ারের তো কোনো কথাই হতে পারে না । তোমারই হলে গোমাতা । তোমাদের হাত যদি কেউ না ধরে ততক্ষণ তারা রাস্তা খুঁজে পাবে না । লেজের কথা তো হতেই পারে না । বলা হয় লেজ ধরে পার হয়ে যাবে । এখানে তো লেজ ধরার কোনো কথাই নয় , এখানে হলো নিয়মকে অনুসরণ করার কথা । সন্ন্যাসীদের অনুসরণকারী তো অনেকেই আছে , কিন্তু অনুসরণ করা মানে পবিত্র হওয়া । তোমারই হলে সত্যিকারের অনুসরণকারী।

শিববাবা তোমাদের বলছেন .....আমি এসেছি তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবার জন্য । তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । পবিত্র না হলে তোমরা অনুসরণ করতে পারবে না । শিববাবাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে । তোমরা এখানে এসেছো বাবাকে অনুসরণ করার জন্যে । ভক্তিমার্গেও তোমরা আমাকেই স্মরণ করে এসেছো । তোমরা জানো যে আত্মারা হলো আশিক আর পরমাত্মা হলেন মাশুক (প্রিয়তম) । আত্মারা অনেকদিন ধরে শিববাবাকে স্মরণ করেছেন তাই বাবা এসেছেন তোমাদের নিয়ে যেতে । বাবা বলছেন , আমাকে অনুসরণ করো তাহলেই আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবো । কেমনভাবে অনুসরণ করবে তাও বাবা বলেছেন .....শিববাবা হলেন পবিত্র ,আর তোমরা হলে পতিত । তাহলে তোমাদেরও তাঁর মতো পবিত্র হবার জন্য তাঁকে অনুসরণ করতে হবে । বিকারী মানুষ তো তাঁকে অনুসরণ করতে পারে না। বাবা বলেন .....আমাকে অনুসরণ করার জন্য আমার মতো পবিত্র হও । আমি কি পতিত মানুষদের আমার সঙ্গে শান্তিধাম নিয়ে যাবো ?এই পৃথিবীর এতো মানুষ সবাই ভক্তি , তপস্যা ,দান -পুণ্য ইত্যাদি করে ....কেবলমাত্র মুক্তি পাবার জন্য , কারণ এই দুনিয়া দুঃখে ভরা তাই মানুষ নিজের ঘরে ফিরে যেতে চায় । বাবা বলেন , অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । আমি নিজে পবিত্র , তাই তোমাদেরও আমিই পবিত্র বানাই । আমি আসি এই ব্রহ্মার শরীরে ।আমিই রচয়িতা , আমি এই ব্রহ্মার শরীরে আসি । এও বলা হয় যে ব্রহ্মার দ্বারা বাবা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন । তোমরা সবাই হলে বি . কে । তাই তোমরা জানো যে শিববাবাকেই তোমাদের অনুসরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবো । এছাড়া আর কোনো উপায় নেই । পতিত পাবন এই কথা বললে দৃষ্টি উপরের দিকে যায় আর তা না হলে গঙ্গা নদীর দিকে যায় । কিন্তু গঙ্গা তো পতিত -পাবনী নয় । সাগর থেকে এই নদী বেরিয়েছে । এখন তাই পবিত্র হওয়ার জন্য তোমাদের হাত ধরা চাই ।

বাবা বলেন যে .....তোমরা যদি পবিত্র হয়ে আমাকে অনুসরণ করো তাহলেই আমার সাথে যেতে পারবে । বাবা আরো বলেন , তোমরা সবাই আমার সঙ্গেই ছিলে তারপর ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়ে পতিত হয়ে গেছো । এখন যদি আবার আমাকে স্মরণ করো তাহলে আবার পবিত্র হতে পারবে । সন্ন্যাসীরা গৃহস্থলোকেদের বলে ঈশ্বরীয় পথ অনুসরণ করতে হলে সংসার ত্যাগ করতে হবে । শিববাবা বলেন.... যে আমি পরমধামে থাকি, তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে নাকি এই বিষয় সাগরে থাকাই তোমাদের পছন্দ । তোমরা তো আমাকে ডেকেই এসেছো হে পতিত পাবন এসো । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে । কল্পে কল্পে তিনি এসেই তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান । তারপর সত্যযুগে তোমরা খুব সুখী থাকো । এই লক্ষ্মী নারায়ণ তো স্বর্গের মালিক ছিলেন । এদের এই সুখ কে দিয়েছেন ? স্বর্গের গড ফাদার । বাবা তোমাদের মনে করিয়ে দেন তোমরা বাবার জয়ন্তী অর্থাত্ শিব জয়ন্তী পালন করো । পরমপিতা পরমাত্মার জয়ন্তী সমস্ত ভারতবাসীই পালন করে । এই ভারত হলো তোমাদের জন্মভূমি । খৃষ্টানরা এই শিব জয়ন্তী কখনোই মানবে না । তারা তো ক্রাইস্টকে মানবে । শিব জয়ন্তী একমাত্র ভারতবাসীরাই পালন করে । এই

ভারত হলো সবার পতিত পাবন শিব বাবার জন্মভূমি । বাবা হলেন সবার সুখদানকারী । সবার উদ্ধারকর্তা । তাহলে এই ভারত কতো মহান হলো ।

বাবা জানেন যে এই বিশ্বনাটকের নিয়ম অনুসারে যখন বাচ্চারা খুব দুঃখী হয়ে যায় তখনই তিনি বর্ষা দিতে আসেন । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , সুখের সাগর , তিনিই বাচ্চাদের এই স্বর্গ সুখের বর্ষা দিচ্ছেন । বাবাই বাচ্চাদের বলেন যে আমাকে অনুসরণ করো । তোমরা জানো যে তোমাদের আত্মা বিকারী হয়ে গেছে তাই তোমাদের শরীরও এখন বিকারী । সত্য যুগে আত্মা পবিত্র থাকার কারণে শরীরও পবিত্র হবে । তাই বাবা এখন বলেন , বাচ্চারা তোমরা পবিত্র হও । বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার থেকে স্বর্গের বর্ষা নেওয়ার জন্য " আমরা আত্মারা সকলেই ভাই ভাই" ....এই ধারণাকে পাকা করতে হবে । সবার সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে । বাবা যেমন তোমাদের কাছে খুবই প্রিয় , ঠিক তেমনি তোমাদেরও সকলের কাছে প্রিয় হতে হবে ।

২) বাবার মতো পবিত্র হয়ে বাবাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে । বাবার সঙ্গে শান্তিধামে যাওয়ার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানের জ্যোতি এবং শক্তির দ্বারা নিজের ভাগ্যকে জাগিয়ে সর্বদা সফলতামূর্ত হও ।

সব বাচ্চারা জ্ঞানের জ্যোতি এবং শক্তির দ্বারা এই পৃথিবীর আদি , মধ্য এবং অন্তকে জেনে পুরুষার্থ করতে পারে , তারা সফলতাকে অবশ্যই প্রাপ্ত করবে । সৌভাগ্যের চিহ্নই হলো এই সফলতার প্রাপ্তি । প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া হলো নিজের সৌভাগ্যকে জাগানোর একমাত্র চাবিকাঠি । জ্ঞান কেবলমাত্র রচয়িতা বা রচনার রাখলে হবে না জ্ঞানমূর্ত অর্থাত্ প্রতিটি সংকল্প , প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি কর্ম যদি জ্ঞান স্বরূপ হয় তখনই সফলতামূর্ত হওয়া যাবে । যদি সঠিক পুরুষার্থ হওয়া সত্বেও সফলতা না আসে তাহলে বুঝতেই হবে যে এটা অসফলতা নয় , এ হলো পরিপক্কতা লাভের সাধন ।

স্লোগান :- শরীর থেকে পৃথক থেকে অর্থাত্ আত্মিক স্থিতিতে থেকে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করে কর্ম করলে কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করা সহজ হবে ।